২৫

ভোরের কাগজ

তারিখ ...07 OCT 1998...
পৃঃ ৭ ... কলাম ৮ ...

ঢা.বির সমাজবিজ্ঞান অনুষদে ১৭ ভুয়া ছাত্রের সন্ধান মিলেছে

পিনাকী রায় : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান অনুষদে দুজন ছাত্রের ভুয়া ভর্তির ঘটনা তদন্ত করতে গিয়ে আরো ১৭ জন ভুয়া ছাত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে।

মাস তিনেক আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে (১৯৯৩-৯৪ শিক্ষাবর্ষ) দুজন ভুয়া ছাত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। এ প্রেক্ষিতে সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডীন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কাছে উক্ত দুই ছাত্রের ভর্তি বাতিলের সুপারিশ করেন। এ ব্যাপারে পত্রপত্রিকায় খবর প্রকাশিত হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য প্রাণীবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক শাহাদাৎ আলীকে আহ্বায়ক করে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অন্য সদস্যরা হচ্ছেন : বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার এবং পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক। কমিটি প্রায় আড়াই মাস অনুসন্ধান চালিয়ে সমাজবিজ্ঞান অনুষদেই আরো ১৭ জন ভুয়া ছাত্রের সন্ধান পেয়েছে। তবে তদন্ত কমিটি এখনো উপাচার্যের কাছে রিপোর্ট পেশ করেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি মহল অনুষদের ডীন, চেয়ারম্যান, প্রভোস্টের স্বাক্ষর এবং বিভাগীয় ভর্তি ফরম নকল করে— অর্থের বিনিময়ে ছাত্রছাত্রীদের অবৈধ উপায়ে ভর্তি করে থাকে বলে সূত্র জানিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ইতিপূর্বে বেশ কয়েকবার অবৈধ উপায়ে ভর্তিপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের ডিগ্রি ও ভর্তি বাতিল করলেও এর সঙ্গে জড়িত কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে শাস্তি দেয়নি।

সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডীন ১৭ ছাত্রের অবৈধ ভর্তির কথা স্বীকার করে ভোরের কাগজকে বলেছেন, 'এ ধরনের অপরাধের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তি দেওয়া উচিত।'